সংবাদ

তারিখ ... 23 SEP 2007 ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

# জবিতে ৩৯ বছরের বিভিন্ন অনিয়মের অডিট শুরু

## ● আতঙ্কে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

**জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা**

বিভিন্ন সময়ে বেদখল হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ এবং কলেজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব যাচাই-বাছাইসহ এগুলো উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এজন্য 'মসি-মহিদ-হক অ্যান্ড কনসর্টিয়াম' নামে একটি অডিট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৮ লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কাজ শুরুর ৩ মাসের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের কাছে বেদখল হওয়া সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পত্তির চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবে এ প্রতিষ্ঠানটি। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এ কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বেদখল হওয়া এসব সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সরকারের সহায়তা চাইবে কর্তৃপক্ষ।

তিন ধাপে এ হিসাব যাচাই-বাছাই ও উদ্ধার প্রক্রিয়া চালানো হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সিরাজুল ইসলাম খান। এর মধ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ পর্যায়, ২০০৫ সাল থেকে পৃষ্ঠা

শুরু : পৃঃ ২ কঃ ৭

### শুরু : অডিট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন পর্যন্ত এবং ২০০৬ সালে বর্তমান ভিসির দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত—এ তিন ধাপে অডিট কাজ সম্পন্ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, অডিট রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকতেই দ্রুত এ উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হবে। ফলে তৎকালীন কলেজ ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্পত্তি দখলকারীরা চরম আতঙ্কে রয়েছে।

সূত্র মতে, ১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজ সরকারিকরণের পর থেকে বিভিন্ন সময় কলেজে ব্যাপক অর্থ লুটপাট ও দুর্নীতি হয়েছে। ২০০৫ সালে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পরও এ দুর্নীতি থেমে থাকেনি। এ সময়ের মধ্যে তৎকালীন কলেজের প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ চক্রের যোগসাজশে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২টি ছাত্রাবাস দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। অভিযোগ রয়েছে, পুরান ঢাকার আলোচিত সন্ত্রাসী ও তৎকালীন কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা সাগীর আহম্মেদ এবং প্রভাবশালী এক প্রবাসে পুরান ঢাকার ওয়াইজঘাট এলাকায় অবস্থিত ছাত্রাবাসের জায়গা বিক্রি করে হাতিয়ে নিয়েছে কয়েকশ' কোটি টাকা। এছাড়া পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ছাত্রাবাসের জায়গাগুলো তৎকালীন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ এবং অনীহার কারণে দখল করে নিয়েছে ভূমি জালিয়াত চক্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে বংশাল মালিটোলার মাহবুবুর রহমান ছাত্রাবাসের জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি মাইক্রো।

অন্যদিকে ১৯৮৯ সাল থেকে বর্তমান ভিসি নিয়োগের আগ পর্যন্ত পরিবহন খাতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য খাতের কোটি কোটি টাকার স্বচ্ছ হিসাব নেই বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাছে। এ খাতগুলোতে বড় ধরনের অর্থ লুটপাট হয়েছে বলে জানিয়েছে একাধিক সূত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর গত শিক্ষা বর্ষে (২০০৫-০৬) ভর্তি সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতিবাজ একটি চক্র হাতিয়ে নিয়েছে অর্ধ কোটি টাকারও বেশি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান 'সংবাদ'কে জানান, সরকারি জগন্নাথ কলেজের কার্যক্রম থেকে শুরু করে আমার বর্তমান দায়িত্ব পালন পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বেদখলকৃত সম্পত্তিগুলোর হিসাব যাচাই-বাছাই করা হবে। তিনি জানান, অডিট ফার্মের রিপোর্ট পাওয়ার পরপরই দ্রুত বেদখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে কার্যক্রম শুরু হবে। এজন্য তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।